দৈনিক ইত্তেফাক

105

তারিখ 26 JAN 1998
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ১

শিক্ষকদের দলীয় রাজনীতি বন্ধ করুন

গত বুধবার জাতীয় সংসদে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের বার্ষিক প্রতিবেদন উপস্থাপিত হইয়াছে। উক্ত প্রতিবেদন সম্পর্কে পত্রিকায় খবর যেটুকু আসিয়াছে উহাতে আশার কথা তেমন নাই, আছে উদ্বিগ্ন হইবার মত তথ্য। ইত্তেফাকে প্রকাশিত সংবাদ মতে, দেশের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে শিক্ষা ও গবেষণা কর্মের উদ্বেগজনক মানাবনতি ঘটিয়াছে বলিয়া উক্ত প্রতিবেদনে উল্লেখিত হইয়াছে। দেশের বৃহত্তম এবং সেরা বিশ্ববিদ্যালয় হিসাবে খ্যাত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েই গবেষণার ক্ষেত্রে বেহাল অবস্থা চলিতেছে। ১৯৯০ হইতে এযাবৎ উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে ২ হাজার ৪৮১ জন ছাত্র-ছাত্রী এমফিল পর্যায়ের গবেষণার জন্য ভর্তি হইলেও শেষ পর্যন্ত মাত্র ৭৯ জন ডিগ্রী অর্জনে সমর্থ হইয়াছে। পিএইচডি'র ক্ষেত্রেও এক অবস্থা। '৯১ সাল হইতে এ পর্যন্ত ৪১৮ জন ছাত্র-ছাত্রী পিএইচডি গবেষণা শুরু করিলেও ডিগ্রী পাইতে সক্ষম হইয়াছে ১৩৯ জন। এই হতাশাব্যঞ্জক অবস্থার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন যেসব কারণকে দায়ী করিয়াছে সেগুলি হইতেছে গবেষণা কার্যক্রমে দীর্ঘসূত্রিতা, আর্থিক সঙ্কট, মূল্যায়ন না করিয়া অভিসন্দর্ভ বা থিসিস মাসের পর মাস ফেলিয়া রাখা, গবেষকদের ইংরেজী জ্ঞানের অভাব ইত্যাদি। খোদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েই যদি গবেষণা ও গবেষণাভিত্তিক উচ্চতর ডিগ্রী প্রদানের ক্ষেত্রে এই অবস্থা বিরাজ করে তবে দেশের অন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলির পরিস্থিতি কীরূপ তাহা সহজেই অনুমেয়।

বিশ্ববিদ্যালয়গুলির শিক্ষা ও গবেষণা কর্মের মানের অবনতি সম্পর্কে কিছু কিছু তথ্য ইতিপূর্বে বিভিন্ন সূত্র হইতে পাওয়া গিয়াছে। এবার সরকার নিযুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের প্রতিবেদনে উহার সত্যতা স্বীকৃত হইল। উচ্চশিক্ষার পাদপীঠগুলিতে কেন আজ এই দুরবস্থা বিরাজমান তাহা খতাইয়া দেখা প্রয়োজন। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা দেশ ও জাতির যথার্থ কল্যাণের উদ্দেশ্যে নিয়োজিত হইবে। এই প্রত্যাশা হইতে জাতি সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রীদের পিছনে বছরে কয়েক শত কোটি টাকা ব্যয় করিয়া থাকে। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, এই প্রতিষ্ঠানগুলি ছাত্র-ছাত্রীদের যথার্থ শিক্ষায় কতটুকু শিক্ষিত করিয়া তুলিতে পারিতেছে সে বিষয়ে যেমন সংশয় দেখা দিয়াছে সমপরিমাণেই সন্দেহ সৃষ্টি হইয়াছে যেটুকু শিক্ষা অর্জিত হইতেছে উহার কতখানি দেশ বা সমাজের কল্যাণে নিবেদিত হইতেছে উহা লইয়া। শিক্ষকগণ কতখানি ঘনিষ্ঠ হইয়া শিক্ষাদানে নিয়োজিত তাহাও সন্দেহের উর্ধ্বে নয়। শিক্ষাদানে পরিপূর্ণ নিষ্ঠাই যদি থাকিবে তবে জমা দেওয়া অভিসন্দর্ভ মূল্যায়ন না করিয়া মাসের পর মাস ফেলিয়া রাখা হইবে কেন? শুধু অভিসন্দর্ভ কেন, সংশ্লিষ্ট শিক্ষক যথা সময়ে খাতা নিরীক্ষণ করিয়া জমা না দেওয়ার কারণে পরীক্ষার ফল প্রকাশে বিলম্বের ঘটনা দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে আকছার ঘটিতেছে। এমন অভিযোগও শোনা যায় যে, বিজ্ঞান বিষয়ের অনেক অধ্যাপক/সহযোগী অধ্যাপক সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রের সাম্প্রতিকতম অগ্রগতি ও গবেষণা সম্পর্কে ওয়াকেবহাল থাকেন না, থাকিতে আগ্রহীও হন না।

দেশ কতটুকু অগ্রসর হইল বা হইবে তাহা যেমন প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষায় শিক্ষিতের হারের উপর নির্ভর করে তেমনি নির্ভর করে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার মানের উপর। আর এই মানের উন্নয়ন শুধু নয় বিরাজিত মান রক্ষা করা কোন একপাক্ষিক ব্যাপার নয়। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য ছাত্র-ছাত্রীদের যেমন দায়িত্ব রহিয়াছে তেমনি দায়িত্ব রহিয়াছে শিক্ষকবৃন্দের। শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন এবং বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের মত প্রতিষ্ঠানেরও এ ব্যাপারে দায়িত্ব কম নহে। মঞ্জুরী কমিশনের নির্ধারণ করিয়া দেওয়া নিয়োগ ও পদোন্নতি নীতিমালা যথাযথভাবে অনুসরণ না করিয়া বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় তাহাদের নিজস্ব নমনীয় নীতিতে শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারী পদ সৃষ্টির নূতন নিয়োগ এবং পদোন্নতি দিয়া যে অনিয়ম করিয়া চলিয়াছে ইহার ফলে বেতন-ভাতা খাতে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের ব্যয়ই শুধু বৃদ্ধি পাইতেছে না, ইহা শিক্ষার মানাবনতিতেও ভূমিকা রাখিতেছে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে দল না করিলে যত যোগ্যতাই থাক, পদোন্নতি পাওয়া নাকি অসম্ভব ব্যাপার। নূতন নিয়োগের ক্ষেত্রেও একই অভিযোগ শোনা যায়। এইসব অভিযোগ-অনিয়মের প্রতিকারে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করিতে পারে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে গবেষণার মানোন্নয়নের জন্য মঞ্জুরী কমিশন তাহাদের প্রতিবেদনে যেসব সুপারিশ করিয়াছেন সেগুলি বিবেচনার দাবি রাখে। তবে এইসব সুপারিশ বিশ্ববিদ্যালয়গুলির গড়পড়তা শিক্ষার মান উন্নয়নে তেমন কোন ভূমিকা রাখিতে পারিবে বলিয়া মনে হয় না। ইহার জন্য প্রয়োজন বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার মান অবনতির প্রধান কারণ ছাত্র ও শিক্ষকের দলীয় রাজনীতির হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহৃত হওয়াসহ অন্যান্য কারণের প্রতিকারের কার্যকর পন্থা উদ্ভাবন। আর এই পন্থার কথা ভাবিতে গেলে শিক্ষকদের দলীয় রাজনীতি বন্ধ করিতে হইবে। শিক্ষকরা যতক্ষণ দলীয় রাজনীতির সহিত সম্পৃক্ত থাকিবেন ততক্ষণ বিশ্ববিদ্যালয়কে ছাত্র রাজনীতি মুক্ত করা যাইবে না।